বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

মামলা নং-৪/২০১৫

ড. শরীফ আশরাফউজ্জামান ফরিয়াদী
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ
৫৮/৫৯, আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকা
চট্টগ্রাম।

বনাম

জনাব কবির হোসেন সিদ্দিকী প্রতিপক্ষ
সম্পাদক
দৈনিক সাঙ্গু
৩৮৯/২৫, এল.এস. ভবন (৫ম তলা)
কদম মোবারক বাই লেইন
মসজিদ গলি, মোমিন রোড
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

জুডিশিয়াল কমিটির উপস্থিত চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ ঃ

১। বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ চেয়ারম্যান।
২। ড. উৎপল কুমার সরকার সদস্য।

ফরিয়াদীর পক্ষে ঃ জনাব তবারক হোসেন, এডভোকেট।
প্রতিপক্ষে ঃ জনাব জাকির হোসেন লিংকন, এডভোকেট।
শুনানীর তারিখ ঃ ১২/০১/২০১৬ইং, ১১/০২/২০১৬ইং, ০৩/০৩/২০১৬ইং, ৩০/০৩/২০১৬ইং, ২৮/০৪/২০১৬ইং, ২১/০৯/২০১৬ইং ও ২২/১১/২০১৬ইং।
রায়ের তারিখ ঃ ১৯/০১/২০১৭ইং।

রায়

ফরিয়াদীর আর্জিঃ

চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত "দৈনিক সাংগু" পত্রিকায়/সংবাদপত্রে উপরোক্ত শিরোনামের সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে ফরিয়াদীকে জনসমক্ষে সামাজিক ও পেশাগতভাবে হেয় প্রতিপন্ন ও ব্ল্যাকমেইল করার অপচেষ্টা করা হয়েছে মর্মে বর্তমান অভিযোগটি দায়ের করা হয়েছে। ফরিয়াদী নিবেদন করেন যে, প্রকাশিত **সংবাদগুলো অসত্য, বানোয়াট, আপত্তিকর ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত । একই অসত্য সংবাদ বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিভিন্ন শিরোনামে প্রতিপক্ষ বিভিন্ন তারিখ ০৭(সাত) দিন প্রকাশ করেছে । সংবাদ প্রকাশের পূর্বে প্রকাশিত তথ্য সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা অন্য কোন দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যাচাই করা হয়নি । প্রকাশিত সংবাদগুলি ফরিয়াদীর ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে । বিশেষভাবে বদলী বাণিজ্য, কোটি টাকা আত্মসাত, চাঁদাবাজির অভিযোগ, পুকুর চুরি, বোর্ড মিটিং এর নামে কোটি টাকা লোপাট, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ সচিব মোজাম্মেল হক খান ও বিপিসির চেয়ারম্যানকে নিয়ে ৭ দিন যাবত থাইল্যান্ডে রঙ্গ- বিলাস, বাসাকে বালাখানা বানিয়েছেন ও সেখানে মধ্যরাত পর্যন্ত নাচ গানসহ আমোদ ফুর্তির আসর বসানোর অভিযোগগুলি ফরিয়াদীকে আঘাত করেছে।**

এ আপত্তিজনক সংবাদ ছাপানোর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রের সম্পাদক মহোদয় এর নিকট ফরিয়াদী গত ০২/০৪/২০১৫ইং ও ৩০ /০৭/২০১৫ইং তারিখ লিখিতভাবে ও ডাকযোগে প্রতিবাদ পাঠিয়েছে এবং ০১/০৪/২০১৫ইং তারিখে **লিগ্যাল নোটিশ প্রেরণ করেছে কিন্তু সম্পাদক/প্রতিপক্ষ ফরিয়াদীর প্রতিবাদ আরো নতুন কিছু যোগ করে ছেপেছেন। তাতে অভিযোগের কারণ প্রশমিত না হয়ে বরং নতুনভাবে তা ফরিয়াদীকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে।**

ফরিয়াদী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যথাযথ প্রযোজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আবেদন করেছেন।

প্রতিপক্ষের জবাবঃ

প্রতিপক্ষ জবাব দাখিল করে নিবেদন করেন যে, প্রতিপক্ষ বাংলাদেশের প্রচলিত আইন মান্যকারী, সহজ সরল লোক হন। এছাড়া, তিনি চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত জনপ্রিয় দৈনিক সাংগু পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক হন। আর বাদী শরীফ আশরাফুজ্জামান, এমডি মেঘনা পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন একজন দুর্নীতিবাজ, দেশের প্রচলিত আইন অমান্যকারী হন। দুর্নীতিবাজ এই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে স্থানীয় ও জাতীয় অনেক দৈনিকে অনিয়মের বিষয়ে সংবাদ প্রকাশিত হলেও আক্রোশের বশবর্তী হয়ে শুধুমাএ 'দৈনিক সাংগু'র বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন।

দৈনিক সাংগুতে প্রকাশিত প্রতিটি সংবাদ স্থানীয়দের অভিযোগ, সংবাদ সম্মেলন, দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) এ দায়ের করা অভিযোগ এবং দুদকের শরীফ আশরাফুজ্জামানকে করা নোটিশের ভিত্তিতে করা হয়েছে ।

গত ১০.০৩.২০১৫ তরিখে মেঘনা পেট্রোলিয়ামের এমডির বিরুদ্ধে অভিযোগের পাহাড় শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদটি দুর্নীতি দমন কমিশন স্মারক নং ৮৫২ মূলে অভিযোগ তদন্তের জন্য দুদকের রেকর্ড তলব সংক্রান্ত নথি ও স্থানীয়দের দুদক বরাবরে করা অভিযোগের ভিত্তিতে করা হয়েছে। সংবাদটি শরীফ আশরাফুজ্জামানের বক্তব্যও প্রকাশ করা হয়েছে।

০১.০৩.২০১৫ তারিখে দুদকের জালে মেঘনা পেট্রোলিয়ামের এমডি শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদটিও দুদকের তদন্তের সূত্র ধরে প্রকাশিত হয়েছে। এই বিষয়ে বাদীর বক্তব্য নিতে ফোন করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

২৯.০৩.২০১৫ তারিখে মেঘনা পেট্রোলিয়ামের এমডির বিরুদ্ধে চাদাবাজির অভিযোগ শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদটি স্থানীয়দের দুদক বরাবরে করা অভিযোগের ভিত্তিতে করা হয়েছে।

০১.০৪.২০১৫ ইং তারিখে মেঘনা পেট্রোলিয়াম এমডির বিরুদ্ধে কোটি টাকা আত্যসাতের অভিযোগ শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদটিও স্থানীয়দের অভিযোগের ভিত্তিতে করা হয়েছে।

০৫,০৪,২০১৫ ইং তারিখে মেঘনা পেট্রোলিয়াম এমডির খুটির জোর কোথায় শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদটি পত্রিকার রীতি অনুযায়ী ফলোআপ সংবাদ হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে।

ফরিয়াদীর প্রতিউত্তর

প্রতিউত্তরে, ফরিয়াদী নিবেদন করেন যে, তিনি দেশের প্রচলিত আইন মান্যকারী সহজ সরল সুশিক্ষিত লোক হন। এছাড়া মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে বিগত প্রায় ৩.৫ বছর যাবত সুন্দর, সুস্থু অধিকতর লাভজনকভবে কোম্পানি হিসেবে পরিচালনা করে আসছেন। পক্ষান্তরে প্রতিপক্ষ একজন অশিক্ষিত এবং একটি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক হওয়ার শিক্ষাগত যোগ্যতা তার নেই এবং তথ্যের সত্যতা যাচাই না করে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করে সম্মানিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মিথ্যা তথ্যের সংবাদ প্রকাশ করার দায়ে তিনি ইতোমধ্যে সর্বমোট ৪৩ দিন জেল খেটেছেন ।

প্রতিপক্ষ যে সকল অখ্যাত পত্রিকার কাটিং সরবরাহ করেছেন সেগুলোতে প্রতিবাদ জানানোর পর তারা আর কোন সংবাদ প্রচার করেনি। ব্যক্তিগতভাবেও ভূল স্বীকার করেছে। এছাড়া প্রতিপক্ষ তার জবাবে বারবার স্থানীয়দের অভিযোগের কথা উল্লেখ করেছেন কিন্তু তারা কারা এবং কি তাদের পরিচয় সেটা উল্লেখ করেনি। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা বা তার কোন কর্মকর্তার সাথে অভিযুক্ত তথ্যের সঠিকতা সর্ম্পকে কখনও যাচাই-বাছাই করেননি।

প্রতিপক্ষ উত্তরে চট্টগ্রাম নাগরিক অধিকার সংগ্রাম কর্তৃক চট্টগ্রামে মানববন্ধন ও ঢাকায় সংবাদ সম্মেলন আয়োজনের বিষয় উল্লেখ করেছে। চট্টগ্রাম নাগরিক অধিকার সংগ্রাম কোম্পানির কোন এজেন্ট ডিলার বা তাদের সাথে কোম্পানির আর্থিক বা ব্যবসায়িক কোন সর্ম্পক নেই বিধায় অসত্য বানোয়াট ও মনগড়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে মানববন্ধন ও সংবাদ সম্মেলন করায় তাদের বিরুদ্ধে থানায় জিডি দায়ের করা হয়েছে যা বর্তমানে আইনী প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ভূয়া নাম ব্যবহার করে দায়েরকৃত অভিযোগের জবাব দাখিলের জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনের নোটিশ তারিখ ১২.০১.১৫ এর প্রেক্ষিতে গত ০৩.০২.১৫ তারিখে দুদকে জবাব প্রেরণ করা হয়েছে। প্রতিপক্ষের জবাবে উল্লেখিত দুদকের স্মারক নং ৮৫২ তে চাহিত পয়েন্টটির জবাব কোম্পানির পক্ষ হতে প্রদান করা হয়েছে। উক্ত পয়েন্টে ১২.০১.১৫ তারিখের নোটিশে অন্তর্ভূক্ত ছিল। কিন্তু সাংগু পত্রিকা দুদকের প্রথম নোটিশে উল্লেখিত বিষয়গুলির একটি একটি পয়েন্ট উল্লেখ করে আলাদা আলাদা শিরোনামে ব্যবহার করে বিভিন্ন তারিখে প্রায় সকল পয়েন্ট উল্লেখ করে মোট ৮ বার অসত্য সংবাদ প্রকাশ করেছে।

অভিযোগগুলি ছিল কোম্পানির নিয়মিত কিছু কর্মকান্ড সর্ম্পকে যা মিথ্যা, বানোয়াট ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং কুচক্রিমহল কতৃর্ক সরবরাহকৃত। এতদসংগে সংযুক্ত প্রতিবাদটি ০২.০৪.১৫ তারিখে সাংগু পত্রিকায় পাঠানো হলে মেঘনা পেট্রোলিয়াম এমডির খুটির জোর কোথায় শিরোনাম দিয়ে পূর্বে প্রকাশিত সংবাদগুলি পূনরায় ০৫.০৪.১৫ তারিখে প্রকাশ করে তার নিচে খুবই সংক্ষিপ্ত এবং বিকৃতভাবে প্রতিবাদ ছাপানো হয়েছে। ২১.০৪.১৫ তারিখে প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত প্রতিবাদটি আমার নজরে আসেনি এবং তারা তা জানায়নি। অভিযুক্ত ব্যক্তি কতৃর্ক দুদকে দাখিলকৃত জবাবের প্রেক্ষিতে সাংগু পত্রিকা কোন সংবাদ প্রকাশ করেনি। মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্যের উপর ভূয়া অভিযোগের ভিত্তিতে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে সংবাদ প্রকাশের জন্য সাংগু পত্রিকাকে ১৫.০৪.২০১৫ তারিখে উকিল নোটিশ প্রদান করা হলে জবাব দেয়নি। পরবর্তীতে প্রতিকার চেয়ে প্রেস কাউন্সিলে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ফরিয়াদী বিজ্ঞ আইনজীবী ফরিয়াদীর আর্জি, প্রতিপক্ষের জবাব এবং ফরিয়াদীর প্রতিউত্তর উপস্থাপন পূর্বক নিবেদন করেন যে, চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত "দৈনিক সাংগু" পত্রিকায়/সংবাদপত্রে বিভিন্ন তারিখে সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে ফরিয়াদীকে জনসমক্ষে সামাজিক ও পেশাগতভাবে হেয় প্রতিপন্ন ও ব্ল্যাকমেইল করা হয়েছে এবং প্রকাশিত সংবাদগুলো অসত্য, বানোয়াট, আপত্তিকর ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং একই অসত্য সংবাদ বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিভিন্ন শিরোনামে প্রতিপক্ষ বিভিন্ন তারিখ ০৭(সাত) দিন প্রকাশ করেছে। সংবাদ প্রকাশের পূর্বে প্রকাশিত তথ্য সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা অন্য কোন দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যাচাই করা হয়নি। প্রকাশিত সংবাদগুলি ফরিয়াদীর ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে। বিশেষভাবে বদলী বাণিজ্য, কোটি টাকা আত্মসাত, চাঁদাবাজির অভিযোগ, পুকুর চুরি, বোর্ড মিটিং এর নামে কোটি টাকা লোপাট, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ সচিব মোজাম্মেল হক খান ও বিপিসির চেয়ারম্যানকে নিয়ে ৭ দিন যাবত থাইল্যান্ডে রঙ্গ- বিলাস, বাসাকে বালাখানা ও সেখানে মধ্যরাত পযর্ন্ত নাচ গানসহ আমোদ ফূর্তির আসর বসানোর অভিযোগগুলি ফরিয়াদীকে আঘাত করেছে।

তিনি আরও নিবেদন করেন যে, এ আপত্তিজনক সংবাদ ছাপানোর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রের সম্পাদক মহোদয় এর নিকট ফরিয়াদী গত ০২/০৪/২০১৫ইং ও ৩০ /০৭/২০১৫ইং তারিখ লিখিতভাবে ও ডাকযোগে প্রতিবাদ পাঠিয়েছে এবং ০১/০৪/২০১৫ইং তারিখে **লিগ্যাল নোটিশ প্রেরণ করেছে কিন্তু সম্পাদক/প্রতিপক্ষ ফরিয়াদীর প্রতিবাদ আরো নতুন কিছু যোগ করে ছেপেছেন। তাতে অভিযোগের কারণ প্রশমিত না হয়ে বরং নতুনভাবে তা ফরিয়াদীকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে।**

তিনি বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট কাগজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করে বলেন যে, ভূয়া নাম ব্যবহার করে দায়েরকৃত অভিযোগের জবাব দাখিলের জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনের নোটিশ তারিখ ১২.০১.১৫ এর প্রেক্ষিতে গত ০৩.০২.১৫ তারিখে দুদকে জবাব প্রেরণ করা হয়েছে। প্রতিপক্ষের জবাবে উল্লেখিত দুদকের স্মারক নং ৮৫২ তে চাহিত পয়েন্টটির জবাব কোম্পানির পক্ষ হতে প্রদান করা হয়েছে। উক্ত পয়েন্টে ১২.০১.১৫ তারিখের নোটিশে অন্তর্ভূক্ত ছিল। কিন্তু সাংগু পত্রিকা দুদকের প্রথম নোটিশে উল্লেখিত বিষয়গুলির একটি একটি পয়েন্ট উল্লেখ করে আলাদা আলাদা শিরোনামে ব্যবহার করে বিভিন্ন তারিখে প্রায় সকল পয়েন্ট উল্লেখ করে মোট ৮ বার অসত্য সংবাদ প্রকাশ করেছে।

তিনি নিবেদন করেন যে, প্রতিপক্ষ উল্লেখিত সংবাদ ও প্রতিবেদন প্রকাশ করে সাংবাদিকতার সাধারণ নীতি লংঘন করেছেন, তাই আইনানুগভাবে শাস্তি প্রদানের প্রয়োজন। বিজ্ঞ আইনজীবী পরিশেষে প্রেস কাউন্সিল আইনের ১২(১) ধারা অনুসারে ন্যায় বিচার প্রার্থনা করেন।

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব জাকির হোসেন লিংকন যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন করেন এবং তিনি ফরিয়াদীর আর্জি, প্রতিউত্তর এবং বাচনিক নিবেদন এর বক্তব্য অস্বীকার করে বলেন যে, চট্রগ্রাম থেকে প্রকাশিত পত্রিকাটি স্থানীয়ভাবে অনেক জনপ্রিয় এবং প্রতিপক্ষ সাংবাদিকতার রীতিনীতি অবলম্বন করে সংবাদ এবং প্রতিবেদনগুলি প্রচার করেছেন এবং প্রতিবেদনগুলি ছিল সম্পূর্ণ জনস্বার্থে।

তিনি বলেন যে, প্রকাশিত প্রতিটি সংবাদ স্থানীয়দের অভিযোগ, সংবাদ সম্মেলন এবং দুর্নীতি দমন কমিশন এ দায়ের করা অভিযোগ এবং প্রতিপক্ষকে দেওয়া দুদকের নোটিশের ভিত্তিতে করা হয়েছে।

তিনি আরও নিবেদন করেন যে, ১০.০৩.২০১৫ তারিখে মেঘনা পেট্রোলিয়ামের এমডি শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদটিও দুদকের তদন্তের সূত্র ধরে প্রকাশ করা হয়েছে এবং এবিষয়ে বাদীর বক্তব্য নিতে ফোন করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি, তাই এ অভিযোগ দায়ের করার কোন হেতু নেই এবং হেতুবিহীন অভিযোগ ন্যায় বিচারের স্বার্থে খারিজ করা প্রয়োজন।

তিনি পরিশেষে নিবেদন করেন যে, সংবাদ এবং প্রতিবেদনগুলি সাংবাদিকতার রীতিনীতি মেনে প্রকাশ করা হয়েছে। সেহেতু ফরিয়াদীর আবেদনটি খরচসহ না-মঞ্জুর করা সমীচীন।

আমরা উভয়পক্ষের আইনজীবীদের বক্তব্য শ্রবণ করেছি এবং নথিতে রক্ষিত কাগজাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি। ফরিয়াদীর বক্তব্যের আলোকে প্রকাশিত সংবাদ/প্রতিবেদন গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিরীক্ষার স্বার্থে উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।

১। ১০/০৩/২০১৫ইং তারিখে শিরোনাম "মেঘনা পেট্রোলিয়াম এমডি'র বিরুদ্ধে অভিযোগের পাহাড়";
২। ১১/০৩/২০১৫ইং তারিখে শিরোনাম "দুদকের জালে মেঘনা পেট্রোলিয়ামের এমডি";
৩। ২৯/০৩/২০১৫ইং তারিখে শিরোনাম "মেঘনা পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেডের এমডির বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ";
৪। ০১/০৪/২০১৫ইং তারিখে শিরোনাম "মেঘনা পেট্রোলিয়ামের এমডির বিরুদ্ধে কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ";
৪। ০৫/০৪/২০১৫ইং তারিখে শিরোনাম "মেঘনা পেট্রোলিয়ামের এমডির খুঁটির জোর কোথায়?";

উপরোক্ত প্রতিবেদনগুলি পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, একই বিষয় যেমন: স্ক্রেপ প্লেট খুলে ৫০,০০,০০০/- লক্ষ টাকা আত্মসাত এই প্রতিবেদনটি ১০/০৩/২০১৫, ১২/০৩/২০১৫,২৯/০৩/২০১৫, ০১/০৪/২০১৫ এবং

০৫/০৪/২০১৫ তারিখে ছাপানো হয়েছে। তদ্রপ ভাবে আর একটি বিষয় "দুর্নীতিবাজ এই এমডি দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে নিজের অযোগ্যতা ঢাকার জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ বুয়েট পাশ করা ইঞ্জিনিয়ার জনাব মাজাহারুল ইসলামকে তুচ্ছ কারণে কারণ কাজবিহীন ওএসডি করিয়া রাখা হইয়াছে এবং তার পদে একজন অদক্ষ অযোগ্য ডিপ্লোমাধারী ইঞ্জিনিয়ার জনাব দেলওয়ার হোসেনকে দায়িত্ব দিয়া তার মাধ্যমে বিভিন্ন কাজের নামে ঠিকাদারদের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা চাঁদা আদায় করে নিচ্ছেন।" উপরোক্ত বিষয়টি হুবহু ১১/০৩/২০১৫, ২৯/০৩/২০১৫, ০১/০৪/২০১৫ এবং ০৫/০৪/২০১৫ তারিখে প্রচার করা হয়েছে।

এই সমস্ত বিষয়ের ব্যাপারে ফরিয়াদীর মতামত নিতে তাঁর সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে মর্মে ১০/০৩/২০১৫ এবং ১৪/০৩/২০১৫ তারিখের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু কোন তারিখ, কয়টার সময় এবং টেলিফোনে নাকি মোবাইলে যোগাযোগ করা হয়েছে, তার কোন উল্লেখ নেই।

০৫/০৪/২০১৫ তারিখের প্রতিবেদনের শেষে "প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ" শিরোনামে ফরিয়াদীর প্রতিবাদ ছাপিয়েছে যা নিম্নরূপ ঃ

"এদিকে গত ০২ এপ্রিল ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (এইচআর) আক্তার হোসেন সাক্ষরিত চার পৃষ্ঠার একটি প্রতিবাদ লিপি দৈনিক সাঙ্গু অফিসে পাঠানো হয়েছে। প্রেরিত প্রতিবাদ লিপিতে দৈনিক সাঙ্গুতে প্রকাশিত সংবাদগুলো মিথ্যা, ভিত্তিহীন বলে দাবী করা হয়েছে। প্রতিবাদ লিপিতে দাবী করা হয় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত সংবাদগুলোতে বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। তা ছাড়া সংবাদগুলো প্রকাশের জন্য কতৃপক্ষের কোন বক্তব্য নেওয়া হয়নি বলে দাবী করা হয়। ব্যাবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ আশরাফউজ্জমানকে অত্যন্ত সৎ লোক হিসেবে উপস্থাপন করা হয় প্রতিবাদ লিপিতে। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে আশরাফউজ্জামানের প্রচেষ্টায় মেঘনার বিপুল পরিমাণ জমি অবৈধ দখল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে তার কারণে বেড়েছে কোম্পানীর রাজস্ব আয়ের পরিমাণ।

প্রতিবেদকের বক্তব্যঃ

প্রকাশিত সংবাদগুলো দুর্নীতি দমন কমিশন ও তার বিরুদ্ধে দুদকে করা আবেদনের ভিত্তি করেই তৈরী করা হয়েছে। প্রতিটি প্রতিবেদনে তা স্বতন্ত্র বজায় রাখা হয়েছে। প্রতিটি সংবাদ তৈরির সময় এমডিকে ফোন করা হয়েছে তিনি প্রায়শ ফোন রিসিভ করেননি। তাছাড়া প্রথম ও ২য় প্রতিবেদন তৈরীর সময় তার সাথে কথা বলে প্রতিবেদক তার বক্তব্য সংবাদে যুক্ত করেছেন।"

বিভিন্ন তারিখের প্রতিবেদনগুলি পরীক্ষা করে দেখা যায়, পাঠকের মনে চাঞ্চল্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিভিন্নভাবে কথিত ভাবে প্রাপ্ত তথ্যের উপর নির্ভর করে প্রতিবেদনগুলি প্রচার করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশের সাংবাদিকদের জন্য অনুসরণীয় আচরণবিধি ১৯৯৩ (২০০২ সালে সংশোধিত) এর ২১ নং বিধি প্রণিধানযোগ্য:-

"২১। কোন দুর্নীতি বা কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আর্থিক বা অন্য কোন অভিযোগ সংক্রান্ত প্রতিবেদন তৈরী করার ক্ষেত্রে প্রতিবেদকের উচিৎ ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে সাধ্যমত নিশ্চিত হওয়া এবং প্রতিবেদককে অবশ্যই খবরের ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করার মত যথেষ্ট তথ্য যোগাড় করা ;"

কিন্তু প্রতিবেদনগুলি পরীক্ষা করে সুস্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হচ্ছে প্রতিবেদনগুলি ছাপা হয়েছে ইঞ্জিনিয়ার জনাব মাজহারুল ইসলাম এর স্বার্থ রক্ষা করার জন্য।

সাংবাদিকতার স্বীকৃত সত্য হচ্ছে, যে কোন সূত্র থেকে তথ্য সংগৃহীত হোক না কেন কোন সংবাদপত্র তা প্রকাশের পর সম্পূর্ণ দায় সেই সম্পাদককেই বহন করতে হয়/হবে। কাজেই একথা মনে করার যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে যে, সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মাজহারুল এর যোগসাজশে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে উল্লেখিত সংবাদ ও প্রতিবেদনগুলি প্রকাশ করেছেন এবং উল্লেখিত সংবাদ ও প্রতিবেদনগুলি প্রকাশ করে সাংবাদিকতার নীতি লঙ্ঘন করেছেন।

ফরিয়াদীর বিদেশ ভ্রমণের কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, তিনি সরকারের অনুমোদনক্রমে বিদেশ ভ্রমণ করেছেন। স্বীকৃতভাবেই ফরিয়াদী একজন সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং তার সরকারি কাজ করতে গিয়ে তিনি কোনরূপ ব্যতিক্রম করেছেন মর্মে দৃশ্যমান হয়না। স্থানীয় লোকজনের অভিযোগের কারণ কি বা সংক্ষুব্ধ হওয়ার কারণ কি এ ব্যাপারে প্রতিপক্ষ কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন। দুর্নীতি দমন কমিশনে দায়ের করা অভিযোগ সংবাদ এর উৎস হতে পারে কিন্তু এ অভিযোগ প্রচারের পূর্বে ঘটনার সত্যতা অবশ্যই যাচাই-বাছাই করা পূর্বশর্ত কিন্তু এক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ এমনটি করেছেন বলে প্রতিয়মান হয়না। কোন সম্পাদকের ভুল তথ্যের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষ যদি প্রতিবাদ করে, তখন সম্পাদকের নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে একই পাতায় ভুল সংশোধন করে দুঃখ প্রকাশ করা কিন্তু প্রতিপক্ষ ফরিয়াদীর প্রতিবাদপত্রটি হুবহু ছাপায়নি বরং তার ভাষায় উপস্থাপন করেছে যা আচরণবিধি লঙ্ঘনের শামিল।

এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশে হলুদ সাংবাদিকতা বইটির ১৭৮ নং পৃষ্ঠার গোলাম সারওয়ার, সম্পাদক, দৈনিক সমকাল এর প্রবন্ধটি প্রাসঙ্গিক বিধায় এই কিছু অংশ নিম্নে উদ্বৃত করা হলো।

> *"১। আমাদের দেশে দুই ধারার সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। একটি মূলধারার। মূলধারার সংবাদপত্রে একটি মানদন্ড বজায় রেখে, সাংবাদিকতার নীতিনৈতিকতা বিবেচনায় নিয়ে মোটামুটিভাবে সংবাদ প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয়। সেখানে যে কোনো সংবাদ যেনতেনভাবে প্রকাশ না করে সর্বজনীন নীতি অনুসরণ করার চেষ্টা করা হয়। পাশাপাশি আরেক ধরনের সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়, এর সংখ্যা অনেক বেশি।*

একজন পাঠক হিসেবে মনে হয়, সেখানে সংবাদের সোর্স সঠিক কিনা তা যাচাই করা হয় না, নিরপেক্ষ সূত্র থেকে সংবাদের সত্যতা নিশ্চিত করা হয় না; সাংবাদিকতার নীতিনৈতিকতা মানা হয় না। কোনো সংবাদ প্রচারের ফলে কারো ব্যক্তিগত জীবন ব্যাহত হলো কিনা তা পরোয়া করা হয় না। বলতে গেলে এসব কিছুই মানা হয় না। বরং পাঠককে মুখরোচক কিছু দেওয়ার জন্যই এসব ছাপা হয়- এই দুটো ধারার সংবাদপত্র আছে। দ্বিতীয় ধারা নিয়ে আমার কোনো বক্তব্য নেই। কারণ এসব সংবাদপত্র সাংবাদিকতার ন্যূনতম মান বজায় রাখে না। আমি মনে করি, এ ধরনের সংবাদপত্র প্রকাশ হওয়া উচিত নয়। এটা এক ধরনের হলুদ সাংবাদিকতার অংশ। কোনো বিষয়ে নিশ্চিত না হয়েই যা খুশি লিখে দিলাম। যেমন, কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গেল, কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকতেই পারে। তবে যারা অভিযোগ করে তাদেরও স্বার্থ হাসিলের ব্যাপার থাকে অনেক সময়। একজন প্রতিবেদক বা রিপোর্টারের দায়িত্ব হচ্ছে এই অভিযোগটাকে মিথ্যা ধরে নিয়ে এর সত্যটাকে অনুসন্ধান করা। তাহলেই আসল সত্য তথ্য বের হয়ে আসবে। খবরের সত্যাসত্য অনুসন্ধান করা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু অভিযোগ পেলেই ছেপে দেওয়া হলো, যার বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গেল তার কোনো বক্তব্য নেওয়া হলো না। এতে তার সামাজিক মর্যাদা ক্ষুন্ন হলো। এই যে ইচ্ছেমতো যা খুশি লেখা বা প্রচার করা হলো সেটাই ইয়োলো জার্নালিজম বা হলুদ সাংবাদিকতা।

আরেকটা ক্ষতিকর বিষয় হলো, ভুলতথ্য সংবলিত একটি সংবাদ প্রকাশ হয়ে গেল, পরে নানা সূত্র থেকে খবর নিয়ে জানা গেল খবরটি ভুল বা বিকৃত বা আংশিক সত্য। যখন এই সংবাদের প্রতিবাদটি ছাপা হয় তখন দেখা যায়, পত্রিকার ভেতরের পাতায় ছোট করে ছাপা হয়। যা পাঠকের খুব একটা চোখেই পড়ে না। এটি সংবাদপত্রের একটি বিশেষ খারাপ দিক। দু'-একটি পত্রিকা ছাড়া অধিকাংশই অভিযোগের খবরটি প্রথম পাতায় ছাপালেও অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতিবাদটি ছাপায় ছোট করে। এটি একটি মৌলিক বিষয়। যা খুবই উদ্বেগজনক। এভাবে ছাপানোর ফলে ক্ষতি যা হওয়ার তা আগেই হয়ে গেছে। অন্যদিকে অভিযুক্ত যিনি তার বক্তব্য পত্রিকার অনুল্লেখ্য জায়গায় ছাপালাম। আমার কাছে এই প্রবণতা খুবই উদ্বেগজনক মনে হয়।"

ফরিয়াদীর অভিযোগ, প্রতিপক্ষের জবাব এবং পাল্টা উত্তরসহ পক্ষগণের দাখিলী কাগজপত্র এবং তাদের বক্তব্য বিবেচনা করে সদস্যদের সাথে একমত হয়ে বিচারিক কমিটি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে পর পর ভিত্তিহীন প্রতিবেদনগুলি ছেপে প্রতিপক্ষগণ ফরিয়াদীর মানহানি করা সহ সাংবাদিকতার নীতিমালার মান ভঙ্গ করেছেন এবং জনসাধারণের রুচির বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে এবং তা তাদের পেশাগত অসদাচরণ ব্যতিত অন্য কিছু নয়। তাই প্রতিপক্ষগকে তদ্রুপ গর্হিত আচরণের জন্য ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে দেয়া হলো এবং এ রায়ের সত্যায়িত অনুলিপি প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে দৈনিক সাঙ্গু পত্রিকায় প্রকাশ করে এর একটি কপি কাউন্সিলে প্রেরণ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো। এ রায়ের অনুলিপি জাতীয় পত্রিকাগুলোতে প্রকাশের জন্যে পাঠাবার নির্দেশ প্রদান করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
(বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ)
চেয়ারম্যান

আমি একমত,

স্বাক্ষরিত/-
(ড. উৎপল কুমার সরকার)
সদস্য